সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৫৪
WEEKLY BOOKLET:454

আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রায় ৩৭ বছর আগের বয়ান

অদ্ভুত পরীক্ষা

ধৈর্য প্রথম ধাক্কার উপরই হয়ে থাকে ০৮
সম্পদ অর্জনে ধর্ম বিপন্ন ১৪
মানুষের তিনটি সম্পদ ১৭
ছেলেকে নম্রতার সাথে বোঝানোর কারণে পাকড়াও ২০

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

অদ্ভুত পরীক্ষা (১)

দোয়ায়ে আত্তার: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকাটি **"অদ্ভুত পরীক্ষা"** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে অনুগ্রহ অস্বীকার করা ও অকৃতজ্ঞতা থেকে হেফাযত করুন এবং তাকে তার মা-বাবাসহ ও পুরো বংশকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَوْلَى النَّاسِ بِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী থাকবে ওই ব্যক্তি, যে আমার উপর সবচেয়ে বেশি দরুদ শরীফ পাঠ করবে। (তিরমিযী, পৃ: ১৪৪, হাদিস: ৪৮৪)

---

১. এই বয়ানটি শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ১৫ যিলক্বদ ১৪০৮ হিজরী অনুযায়ী ১৯৮৮ সালে দাওয়াতে ইসলামীর প্রথম পর্যায়ের মারকায গুলজারে হাবীব জামে মসজিদ করাচীতে আশিকানে রাসূলে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় করেছিলেন। যেটাকে আল মদীনাতুল ইলমিয়ার "বয়ানাতে দাওয়াতে ইসলামী" বিভাগ সংকলন করেছে।

www.dawateislami.net

মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কিয়ামতের দিন সবচেয়ে আরামে থাকবে ওই ব্যক্তি, যে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে থাকবে এবং হুযুরের সান্নিধ্য পাওয়ার মাধ্যম হলো দরুদ শরীফের আধিক্যতা। এটা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দরুদ শরীফ হলো সর্বোত্তম নেকী কেননা সমস্ত নেকী দ্বারা জান্নাত মিলে আর এর দ্বারা জান্নাতের মালিক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মিলে।

(মিরাতুল মানাজীহ, ২/১০০)

حشر میں کیا کیا مزے وار فتگی کے لُوں رَضا　　لوٹ جاؤں پا کے وہ دامانِ عالی ہاتھ میں

হাশর ম্যা কিয়া কিয়া মযে ওয়ারফতগী কে লুঁ রযা
লোট জাউঁ পা কে ওহ দামান আলী হাত ম্যা

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃ: ১০৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　❀❀❀　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অদ্ভুত পরীক্ষা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক বনী ইসরাঈলের তিন লোককে পরীক্ষা করলেন, তাদের মধ্যে একজন ছিল কুষ্ঠরোগী, দ্বিতীয়জন ছিল টাকওয়ালা আর তৃতীয়জন ছিল অন্ধ।

অতঃপর আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতাকে মানুষের আকৃতিতে এই তিনজনের কাছে পাঠালেন, ওই ফেরেশতা প্রথমে কুষ্ঠরোগীর কাছে গেল এবং তাকে প্রশ্ন করল: তোমার সবচেয়ে বেশি পছন্দের জিনিস কোনটি? সে বলল: আমি খুব সুন্দর আকৃতি ও হৃদয়গ্রাহী ত্বক এবং শরীরের সর্বোত্তম কালার চাই কেননা কুষ্ঠরোগের কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে। ফেরেশতা তার কুষ্ঠরোগের শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন তো তার রোগ দূর হতে লাগল

www.dawateislami.net

আর সে খুবই আকর্ষণীয় ত্বকের অধিকারী হলো। এরপর ফেরেশতা তাকে প্রশ্ন করল: তোমার কী রকম মাল পছন্দ? সে উট আর গাভীর কথা বলল।[১] তাকে দশ মাসের একটি গাভীন উটনী দেওয়া হলো এবং ফেরেশতা তাকে দোয়া দিলো যে, আল্লাহ পাক তোমাকে এতে বরকত দান করুক।

এরপর ফেরেশতা টাকওয়ালা ব্যক্তির কাছে গেল আর গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল: তোমার সবচেয়ে কোন জিনিসটি বেশি পছন্দ? সে বলল: খুব সুন্দর ত্বক আমার সবচেয়ে বড় চাহিদা আর এই টাক যেন আমার শরীর থেকে চলে যায় কেননা মানুষ এর কারণে আমাকে অবজ্ঞা করে। ফেরেশতা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন তো তার টাক দূরীভূত হতে লাগল এবং তাকে খুব সুন্দর একটি চামড়া তথা গায়ের রঙ দান করা হলো। অতঃপর ফেরেশতা তাকে বলল: তোমার কোন ধরনের সম্পদ বেশি ভালো লাগে? সে বলল: গাভী। তখন তাকে একটি গাভীন গাভী দেওয়া হলো এবং ফেরেশতা তাকে বলল: আল্লাহ পাক তোমাকে এতে বরকত দান করুক।

অতএব সেই ফেরেশতাটি মানুষের আকৃতি নিয়ে অন্ধ লোকটির কাছে আসল আর তাকে প্রশ্ন করল, তোমান পছন্দের জিনিস কি? সে বলল: আল্লাহ পাক যেন আমাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেন যাতে আমি দেখতে পাই। ফেরেশতা তার মুখে হাত বুলিয়ে দিলেন তো আল্লাহ পাক তৎক্ষণাৎ তাকে দৃষ্টিশক্তি দান করলেন। এরপর ফেরেশতা তাকে বলল: তোমার কোন ধরনের সম্পদ পছন্দ? সে বলল: ছাগল। তাকে একটি গাভীন ছাগল দেওয়া হলো আর ফেরেশতা তাকেও দোয়া দিয়ে চলে গেল।

---

১. বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে, কিন্তু কুষ্ঠরোগী আর টাক ওয়ালার মধ্যে একজন উটনীর কথা বলেছে, অন্যজনকে গাভীর কথা।

www.dawateislami.net

কুষ্ঠরোগী, টাক ওয়ালা আর অন্ধ এই তিনজনের কাছে উটনী, গাভী আর ছাগলের বাচ্চা হলো আর তাদের সংখ্যা বাড়তে রইল, তিনজন ধনী হয়ে গেল। কুষ্ঠরোগীর কাছে উটনী দ্বারা উপত্যকা ভরে গেল, টাক ওয়ালার কাছে গাভীতে উপত্যকা পূর্ণ হয়ে গেল, অন্ধ লোকের ছাগল দ্বারা উপত্যকা পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

এখন ওই ফেরেশতা কুষ্ঠরোগীর আকৃতি ধারণ করে ওই (আগেকার) কুষ্ঠরোগ থেকে আরোগ্য লাভকারী লোকের কাছে পরীক্ষা নিতে গেল আর তাকে বলল: আমি এক মিসকীন মুসাফির? আমার সফর অব্যাহত রাখার টাকা শেষ হয়ে গিয়েছে, আমার জন্য আজকে পৌঁছার কোন উপায় নেই তবে আল্লাহ পাকের সাহায্য ব্যতীত এবং তোমার সহযোগিতায়। আমি তোমাকে তার ওয়াস্তা দিচ্ছি যিনি তোমাকে আকর্ষণীয় গায়ের রঙ, খুব সুন্দর ত্বক ও প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছেন, সেখান থেকে আমি শুধুমাত্র একটি উটনী চাইছি যাতে আমি আমার সফরটি জারী রাখতে পারি। সে বলতে লাগল: আমার দায়িত্ব অনেক বেশি। এতে ফেরেশতা বলল: আমি তোমাকে চিনি, তুমি কি সেই কুষ্ঠরোগী নও যাকে লোকেরা ঘৃণা করত? আর তুমি কি এক একটি পয়সার মুখাপেক্ষী ছিলে না? অতঃপর তোমাকে আল্লাহ পাক এই খুব অসাধারণ সৌন্দর্যতা দান করেছেন। কুষ্ঠরোগী বলল: এমনটি নয় আমি তো বাপ-দাদার বংশ থেকে এমনই রয়েছি। এটা শুনে ফেরেশতা বলল: তুমি মিথ্যা বলছো সুতরাং আল্লাহ পাক তোমাকে আবারও ওই রকম বানিয়ে দিক যেমনটি তুমি পূর্বে ছিলে।

এরপর ফেরেশতা টাকওয়ালার কাছে গেল তারই আকৃতি ধারণ করে আর তাকেও একই রকম প্রশ্ন করল যেমনিভাবে কুষ্ঠরোগীকে করেছিল। ওই টাকওয়ালা সেরকমই উত্তর দিল যেরকম কুষ্ঠরোগী দিয়েছিল। এতে

www.dawateislami.net

ফেরেশতা সে-ই কথাই বলল যা সে কুষ্ঠরোগীকে বলেছিল, অর্থাৎ যদি তুমি মিথ্যা বলে থাকো তবে আল্লাহ পাক যেন তোমাকে পুনরায় ওই রকম বানিয়ে দিক যেরকম তুমি পূর্বে ছিলে।

এরপর ফেরেশতা ওই অন্ধ লোকের কাছে অন্ধের আকৃতি নিয়ে গেল আর বলতে লাগল: আমি এক অন্ধ অসহায় মুসাফির, আমার সফর অব্যাহত রাখার পাথেয় শেষ হয়ে গিয়েছে, আজ আমার গন্তব্যে পৌঁছার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছি না তবে আল্লাহ পাকের সাহায্য ও তোমার সহযোগিতায়, আমি ওই আল্লাহ পাকের ওসিলা দিচ্ছি যিনি তোমাকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, তোমার কাছে ছাগল চাইছি যার মাধ্যমে আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছাতে পারব। অন্ধ লোকটি জবাব দিল: অবশ্যই আমি অন্ধ ছিলাম, আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর অশেষ অনুগ্রহে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। অতএব তোমার যতই মন চায় নিয়ে যাও আর যা মন চায় রেখে যাও। আল্লাহ পাকের শপথ! তুমি আল্লাহ পাকের নামে যা-ই কিছু চাইবে আমি না করব না। ফেরেশতা বলল: তোমার মাল তোমার কাছেই রাখো, আসল কথা হলো, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তোমরা তিনজনকে পরীক্ষা করা হয়েছিল, আল্লাহ পাক তোমার উপর খুশি হয়েছেন এবং তোমর দুই বন্ধু কুষ্ঠরোগী আর টাক ওয়ালার উপর নারাজ হয়েছেন। (বুখারী, ২/৪৬৩, হাদিস: ৩৪৬৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদিসে মুবারকা থেকে বোঝা যায় যে, অনুগ্রহের অস্বীকার ও অকৃতজ্ঞতা অনেক বড় একটি অপরাধ এবং যে ব্যক্তি অনুগ্রহ অস্বীকার করে এবং অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে দুনিয়াতেও অপদস্ত এবং অপমানিত হয় এবং কিয়ামতের দিনও অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। একটু ভাবুন! কুষ্ঠরোগী আর টাক ওয়ালা লোকের পূর্বে কষ্ট ছিল যখন তারা শান্তি খুঁজে পেল তখন আল্লাহ পাককে ভুলে গেল, তাঁর রাস্তায় নিজেদের সম্পদ

www.dawateislami.net

ব্যয় করতে অস্বীকার করল এবং মিথ্যার আশ্রয়ও নিল অবশেষে অপমান ও অপদস্ত হলো। বর্তমানেও দূর্ভাগ্যক্রমে যদি কেউ নেক কাজের জন্য কিছু চাই তবে মানুষ তাকে বিভিন্ন মিথ্যা কথা বলে থাকে, এইভাবে কত প্রকার মিথ্যা বলে তালবাহানা করে। এটা কেন ভাবে না, যখন আল্লাহ পাক আমাকে সম্পদ দিয়েছেন তো তাঁর রাস্তায় খরচ করে প্রচুর সাওয়াব কেন অর্জন করব না। হ্যাঁ! যদি প্রদানকারী যে চাইছে তাকে বিশ্বাস করতে না পারে আর এটা মনে করে যে, সে প্রতারণা করবে অথবা তার টাকাগুলো সঠিক জায়গায় খরচ করবে না তাহলে তাকে দিবে না কিন্তু এই অবস্থায় মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া অপরাধ হবে। সুতরাং যদি না দিতে চান তবে মিথ্যা বলা ব্যতীত না করে দিন। অতএব আমাদের সমাজে অকৃতজ্ঞতার পরিবেশ ছেঁয়ে গেছে। অকৃতজ্ঞতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়বে না কেন যখন অভিশপ্ত শয়তানকে আল্লাহ পাকের দরবার থেকে বিতাড়িত করা হলো তখন সে আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করেছিল: "আমি তোমার বান্দাদেরকে সামনে - পেছনে এবং ডানে ও বাম থেকে পথভ্রষ্ট করব আর তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না" যেমনটি আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনুল কারীমে শয়তানের এই কথাটির ব্যাপারে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন:

ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَآئِلِهِمْ ؕ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿۱۷﴾

(পারা: ৮, সূরা: আরাফ, আয়াত: ১৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: 'অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের নিকট আসব-তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক থেকে এবং আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।'

www.dawateislami.net

কৃতজ্ঞ বান্দা খুব কম

একইভাবে আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন: আমার কিছু বান্দা কৃতজ্ঞ হবে, যেমন পারা: ২২, সূরা: সাবা, আয়াত নম্বর: ১৩ তে ইরশাদ করেন:

وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ﴿۱۳﴾

(পারা: ২২, সূরা: সাবা, আয়াত: ১৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আমার বান্দাদের মধ্যে কম সংখ্যক লোক আছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী।

হে আশিকানে রাসূল! আসলেই সত্যিকার্থে কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্যধারণকারী বান্দা অনেক কম। অবশ্য মুখের ফুলঝুরি অনেক বেশি, এটাকে এভাবে বুঝে নিন যে, যেমনিভাবে আমাদের সমাজে অনেক লোক অন্যের সামনে নিজেদের মুসিবত ও বিপদের কথা বলে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের দুঃখের কথা শুনিয়ে থাকে যেমন, "জনাব! কর্জ অনেক হয়ে গেছে অথবা অমুক রোগ হয়েছে আর ডাক্তার অপারেশন করতে বলছে ইত্যাদি" অতঃপর যখন এমন লোকদের সান্ত্বনা দেওয়া হয় এবং ধৈর্যধারণ করতে বলা হয় তখন জবাব আসে: আমি তো ধৈর্যধারণই করছি। এখন যদি কেউ নিজের বিপদের কথা বলার পর বলে যে "আমি ধৈর্যধারণ করছি" তবে সেটাকে ধৈর্য বলা ঠিক হবে না। একইভাবে যখন কারো পকেট কাটা থাকে আর সে পকেটমারকে গালমন্দ করে। অতঃপর বলে যে, "আমি ধৈর্যধারণ করছি" তবে এটা ধৈর্য নয় বরং মূর্খতা এবং এটাকে ধৈর্য মনে করাটা তার মনোভাব মাত্র।

www.dawateislami.net

ধৈর্য প্রথম ধাক্কার উপরই হয়ে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদিসে পাকে রয়েছে: প্রথম ধাক্কার উপরই ধৈর্য হয়ে থাকে। (বুখারী, ১/৪৪১, হাদিস: ১৩০২) পরবর্তীতে ধৈর্য তো এসেই যায়। দেখুন! কারো পরিবারে যখন কেউ মারা যায় তখন সকলে হু হু করে কান্না শুরু করে, কিন্তু مَعَاذَاللّٰه অনেক লোক হায় হুতাশ করে হাত - পা চালিয়ে থাকে, চুল এবং কাপড় ছিঁড়ে ফেলে এটা হারাম। (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৬৭ সারাংশ) অতঃপর সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে যায়।

আমাদের দেশে (পাকিস্তানে) গুজরাটি ভাষায় বলে: "দুখ নুওয়া সাঢ় ধাড়া" অর্থাৎ পেরেশানীর প্রতিষেধক হলো দিনসমূহ অর্থাৎ দিন যত যায় তত পেরেশানী কমে যায় আর ক্ষত সেরে যায়।

একইভাবে আওয়াজ করে কান্না করা নিষেধ অবশ্য যদি আওয়াজ উঁচু না হয় তাহলে কান্না করতে মানা নেই। (আল জাওয়াহিরুন নাইয়িরা, পৃ: ১৩৯)

মনে রাখবেন! ধৈর্যের সাওয়াব তখনই মিলবে যখন বান্দা প্রথম ধাক্কায় ধৈর্যধারণ করবে এবং কোন অধৈর্য ওয়ালা শব্দ মুখ দিয়ে বের না করে। সুতরাং মৃত্যু ইত্যাদির সময় মানুষ নিজে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে এবং অধৈর্য কখনো হওয়া যাবে না, যখনই ধৈর্য থাকে তখনই দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে ধৈর্যও এসে যায়। প্রকৃত ধৈর্য হলো এটা যে, সত্যিই আপনার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে আর কেউ জিজ্ঞাসা করল তো আপনি বললেন "আল্লাহ পাকের শুকরিয়া।" এসব শব্দাবলীর সাথে সাথে হৃদয়ের অবস্থাও যেন এরকম হয় এবং কোন অধৈর্য ওয়ালা বাক্য যেন মুখ দিয়ে বের না হয়।

www.dawateislami.net

ধৈর্যের ফযিলত

হে আশিকানে রাসূল! ধৈর্য হলো অনেক বড় সাওয়াবের কারণ। কিয়ামতের দিন ধৈর্যধারণকারীদের একত্রিত করা হবে তখন অনেক বড় একটি দল একত্রিত হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ পাক তাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন। **(আয যুহদ লি ইবনে মুবারক, পৃ:২২৬, হাদিস: ৬৪৩)**

ধৈর্যধারণকারী ও কৃতজ্ঞতা আদায়কারী অনেক কম

আফসোস! আজকাল ধৈর্যধারণকারী ও কৃতজ্ঞতা আদায়কারী কোথায়? হলেও তাঁরা মাযারসমূহে রয়েছেন। বর্তমান অবস্থা এমন হয়েছে যে, সামান্য কাটা-ছিঁড়া বা মাথা ব্যথা হলে তখন লোকেরা আসমান মাথায় উঠিয়ে নেয়। আমাদের বুযুর্গানে কেরামের আমল এমনটি ছিল না। তারা স্বয়ং নিজেরা বিপদে ধৈর্যধারণ করতেন এবং অন্যদেরকেও এর শিক্ষা দিতেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ পাকের নেককার বান্দা হযরত সায়্যিদুনা রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর সাথে হওয়া ঘটনা শুনুন এবং নিজের জন্য ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা ভান্ডার জমা করুন। যেমন একবার হযরত রাবেয়া বসরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এক ব্যক্তিকে মাথায় পট্টি বাঁধা দেখে সেটির কারণ জিজ্ঞেস করলেন তো সে বলল: মাথায় অনেক ব্যথা এজন্য পট্টি বেঁধে রেখেছি। তিনি তাকে বললেন: তুমি কৃতজ্ঞতার পট্টি কখনো বাঁধো নাই আর একদিন মাথা ব্যথায় কী এমন হয়েছে যে, তুমি অভিযোগের পট্টি বেঁধে নিয়েছো।

(তাযকিরাতুল আউলিয়া, ১/৭২)

www.dawateislami.net

বুযুর্গানে দ্বীন মুসিবতের কথা গোপন রাখতেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুযুর্গুদের পদ্ধতি ছিল যে, যদি তাঁদের কোন বিপদ আসত তখন বিনা প্রয়োজনে সেটাকে প্রকাশ করতেন না, এই পর্যন্ত যে অনেক বুযুর্গুর অবস্থা এমনও লিখা রয়েছে যে, তাঁরা অসুস্থ হলে কাউকে তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য ডাকতেন না যাতে লোকেরা তাঁদের অসুস্থতার কথা জানতে না পারে। **(ইহইয়াউল উলুম, ৪/৩৬২)**

মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ

অতএব এটি তাসাউফ এর বিষয় ছিল যেটা আমি আরজ করেছি, তাসাউফ দ্বীন থেকে ভিন্ন নয়, যেই বিষয়টি দ্বীন থেকে আলাদা হয় সেটা ঠিক নয়, মূর্খরা বলে: আমরা ফকির শরীয়ত ও তরিকত ভিন্ন বিষয়। এটা মূর্খতা হতে পারে কেননা এমন কোন তরিকত নেই যেটাকে শরীয়ত থেকে আলাদা বলা যেতে পারে, যারা এমনটি বলে তারা ধোকাবাজ। যাকে দেখবেন যে, এরকম বলে: ফকিররা এরকম করেছে বা ফকিররা এরকম বলেছে, লিখেছে ইত্যাদি অথচ ফকির হওয়ার অনেক বড় একটা বিষয় আমার ও আপনার মত ফকির তো অলিগলিতে ঘুরাঘুরি করে কেননা প্রকৃত ফকিরের সংজ্ঞা তো অনেক সুউচ্চ, ফকিরের মধ্যে ৪টি অক্ষর রয়েছে: ر, ى, ق, ف আর এসবের মধ্যে "ف" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ক্ষুধার্ত থাকা, আপনি তো দিনে ৩/৪বার পেট ভরে খেয়ে থাকেন, আপনি কিভাবে ফকির হয়ে গেলেন? আপনি তো কখনো ف এর হকও আদায় করেননি, আপনি একটা রোযা রাখতে পারেন না, আপনি ফকির ও সুফি কবে হয়ে গেছেন? আর ফকির তো তার মুখ দিয়ে নিজেকে নিজে ফকির বলে না বরং মানুষ তার কথা ও কাজের কারণে তাকে ফকির বলে, ক্ষুধার্ত হয়তো আপনার বংশে

www.dawateislami.net

কেউ কোনদিন থাকেনি আর আপনি ফকির সেজে বসে আছেন, এরপর "ق" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো "সন্তুষ্টি" অর্থাৎ যতটুকু পায় সেটার উপর ধৈর্যধারণ করা যেমন কাউকে বলা আপনার বেতন কত? সে বলল: ১৫০০ টাকায় হয়না দোয়া করো যেন ২০০০ হয়ে যায়, ২০০০ হয়ে গেলে তখন বলবে: ২৫০০ যেন হয়। আমার আক্বা শায়খ সাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুব সুন্দর বলেছেন: "তু নাগরী বা দিল আসত না বা মাল" অর্থাৎ সম্পদশালী হৃদয় দ্বারা হয়ে থাকে সম্পদ দিয়ে নয়। সম্পদশালী তো নমরূদ, ফেরাউন, কারূন এবং আবু জাহেলও ছিল। ইমাম মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বুযুর্গুদের বাণী বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: দৌলত, টাকা ও দিনার হলো সাপ ও বিচ্ছুর ন্যায়। এগুলোতে সে-ই হাত দিবে যে সাপ ও বিচ্ছু থেকে বাঁচার মন্ত্র জানে, কেউ আরজ করল: সেটার মন্ত্র কী? বললেন: সেগুলোর মন্ত্র হলো এগুলোকে হালাল পন্থায় উপার্জন করা এবং সঠিক জায়গায় সেগুলো ব্যয় করা। (মুকাশিফাতুল কুলুব, পৃ: ১৪৪)

আগেকার লোকেরা হালাল পদ্ধতিতে সম্পদ অর্জন করত, বর্তমান সময়ে এমনটি কে করে আমরা জানি না। বর্তমান যুগে অধিকাংশ ধনী হলো তারা, যারা চুরী-ডাকাতি করে, সুদ-ঘুষ নিয়ে না জানি কত কি কি করেছে হয়তো, আল্লাহ পাক আমাদের সকলের উপর দয়া করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আপনার হয়তো এই আকাঙ্ক্ষা হবে যে, রাতোরাত ৫ লক্ষ টাকার একটা বান্ডেল যেন আমি পেয়ে যায়, যাতে রাতারাতি ধনী হয়ে যেতে পারি। অতএব এটার মন্ত্র কেউ জানে না, এজন্য যতটুকু সাপ-বিচ্ছুর কমতি অর্থাৎ মাল-দৌলত কম থাকে তত ভালো। একইভাবে সামনে হযরত শেখ সাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বুযুর্গী বা আকল আসত না বা সাল, অর্থাৎ সম্মান বিবেক দ্বারা হয়ে থাকে বয়স দ্বারা নয় অর্থাৎ এমন নয় যে যার বয়স বেশি সে বুযুর্গ,

www.dawateislami.net

দাড়ি সাদা হয়ে গেছে, কোমর ঝুকে গিয়েছে আর গালমন্দও করছে তারপরও সে বুযুর্গ এমনটি নয়।

বর্তমান সময়ে কৃতজ্ঞ বান্দা তালাশ করা অনেক কঠিন, যেমন আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনুল কারীমে গাজীদের ঘোড়ার নামে শপথ করার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর মানুষ অকৃতজ্ঞ হওয়ার কথা বর্ণনা করেছেন, যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ﴿۱﴾
فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ﴿۲﴾
فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ﴿۳﴾
فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ﴿۴﴾
فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ﴿۵﴾
اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ﴿۶﴾
وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ﴿۷﴾

(পারা: ৩০, সূরা: আদিয়াত, আয়াত: ১-৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: শপথ ঐগুলোর, যেগুলো দৌড়ে, এমতাবস্থায় যে, সেগুলোর বুক থেকে আওয়াজ বের হয়, অতঃপর পাথরসমূহ থেকে আগুন বের করে খুর মেরে, অতঃপর প্রভাত হতেই লুটতরাজ করে, অতঃপর ঐসময় ধূলি উড়ায়, অতঃপর শত্রুর মধ্যে সৈন্যদলের মাঝে প্রবেশ করে, নিশ্চয় মানুষ স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি বড় অকৃতজ্ঞ, এবং নিশ্চয় সে এর উপর নিজেই সাক্ষী, এবং নিশ্চয় সে সম্পদের মোহে অত্যন্ত প্রবল।

নিজে অকৃতজ্ঞ হওয়ার উপর নিজেই সাক্ষী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক যেখানে মানুষের অকৃতজ্ঞ হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন অনুরুপভাবে এটাও বলেছেন যে, মানুষ অকৃতজ্ঞ হওয়ার বিষয়ে সে নিজেই সাক্ষী। এইভাবে যে, মানুষ নিজের কাজকর্ম ও চালচলনের মাধ্যসে নিজে অকৃতজ্ঞ হওয়ার বিষয়ে সাক্ষী। দেখুন! আমরা মুখে তো বলে থাকি যে, আল্লাহ পাকের শুকরিয়া, কিন্তু

www.dawateislami.net

পেরেশানীর কারণে হৃদয়ে পূর্ণ হওয়া ব্যথাও বের করে দিই, এটাই হলো আমাদের কৃতজ্ঞতা। যদি আমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হতাম তবে আমাদের সম্পদশালী হওয়ার জন্য এতটুকু দৌড়াদৌড়ি করতে হতো না যতটুকু আমরা করে থাকি। আমরা সত্যিকার্থে না আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করি আর না ধৈর্যধারণ করি।

সম্পদের প্রতি তীব্র ভালোবাসা

আহ! মানুষ অকৃতজ্ঞ হওয়ার সাথে সাথে সম্পদের প্রতি তীব্র ভালোবাসাও রাখে, যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ

(পারা: ৩০, সূরা আদিয়াত, আয়াত: ৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং নিশ্চয় সে সম্পদের মোহে অত্যন্ত প্রবল।

এই আয়াতে মুবারকার তাফসীরে বলা হয়েছে যে, মানুষ ইবাদতের বিষয়ে দূর্বল কিন্তু সম্পদের ভালোবাসার ক্ষেত্রে খুব মযবুদ।

(তাফসীরে কবীর, পারা: ৩০, সূরা আদিয়াত, আয়াতের পাদটীকা: ৮, ১১/২৬২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা বাস্তব যে, মানুষ নেকীর ক্ষেত্রে অলস আর সম্পদের ক্ষেত্রে কর্মঠ। এটাকে এইভাবে বুঝে নিন যে, যদি কাউকে বলা হয় যে, একবার দরুদে পাক পড়ার দ্বারা দশটি রহমত অবতীর্ণ হয়, দশটি গুনাহ মাফ হয়, দশটি পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং দশজন গোলাম আযাদ করার সাওয়াব পাওয়া যায়। সুতরাং এক হাজার বার দরুদে পাক পড়ে নিন অনেক ফযিলত পাবেন, হয়তো সে পড়বে না। যদি এই কথাটি পত্রিকায় ছাপা হয়, যে ব্যক্তি চাঁদরাতের নবম জুমা রাত্রিতে ঘরের এক কোণায় বসে অযু সহকারে দুজানু হয়ে মাথা ঝুকিয়ে একহাজারবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে পরেরদিন তাকে প্রাইজবন্ড অনুযায়ী পাঁচ লাখ টাকা

www.dawateislami.net

পুরস্কার দেওয়া হবে তবে বসে বসে যদি কারো পিঠের হাঁড় ক্ষয় হয়ে যায় বা ডায়বেটিক, হার্ট বা শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা থাকার পরও অবশ্যই দরুদ পাঠ করবে যদিও তাকে অ্যাম্বুল্যান্স করে হসপিটাল নিয়ে যাওয়া হোক না কেন কেননা এটি টাকার বিষয়।

একইভাবে অনেক লোক নিজের চাকরির পদ বৃদ্ধি করতে তাবীয ব্যবহার করে থাকে এবং লম্বা লম্বা অযিফা পাঠ করে কিন্তু শুধুমাত্র সাওয়াব অর্জনের নিয়তে এক হাজারবার দরুদে পাক পড়ার ক্ষেত্রে বোঝা হয়ে যায়।

স্মরণ রাখবেন! কিছুলোকের মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে তার সম্পদ। দৈনিক সংবাদপত্রে এরকম অনেক খবর আসে যে "প্রাইজবন্ড বিক্রেতাকে গুলি দুর্বিত্তরা প্রাইজ বন্ড ছিনিয়ে নিয়েছে, অমুক ব্যংকের কর্মকর্তাদের ডাকাতদল প্রাইজবন্ডের নিশানা বানিয়েছে এবং টাকা লুট করে নিয়ে গেছে ইত্যাদি ইত্যাদি" পক্ষান্তরে গরীব লোকদের ডাকাতের গুলির নিশানা হওয়াটা অনেকাংশ কম হয়ে থাকে।

সম্পদ অর্জনে ধর্ম বিপন্ন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন! যেই সম্পদ অর্জন করার জন্য মানুষ তার দ্বীন পর্যন্ত বিপন্ন করে দেয়, মিথ্যা বলা, ঘুষ নেওয়া এই পর্যন্ত যে, সুদ নিতেও পরওয়া করে না, আফসোস! একদিন এই সম্পদগুলো রেখে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হয়। আপনি কত বছর বেঁচে থাকবেন ষাট বছর, সত্তর বছর, নব্বই বছর, একশত বছর বেশি থেকে বেশি একশত বছরই বেঁচে থাকবেন, এরপর জীবনের শেষ সময়ে অন্ধ, বধির ও দুর্বল হয়ে যাবেন, বিছানায় পড়ে থাকবেন। কয়েকদিন আগে পত্রিকায় এসেছিল যে, একশত বত্রিশ (১৩২) বছরের বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা ইন্তেকাল করেছে,

www.dawateislami.net

হয়তো পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বয়সী ছিল সে। অপারগতার সাথে আপনি এতদিন বেঁচে থাকবেন না। ১৩২ বছর বয়সী লোক মূল সম্পদ খেয়েছে হয়তো, আপনি তো এই যৌবনকালেও চশমা পড়ে আছেন।

আজকে আমরা অনেক উন্নতি করেছি, ডিভাইস স্ক্রিন দেখার কারণে আমাদের চোখে অনেক প্রভাব পড়েছে। একইভাবে যখন গাড়ির হরণ বাজে তখন সেগুলো আওয়াজ কানে এসে ধাক্কা খায় যার কারণে শ্রবণশক্তি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে কেননা কানের জন্য আওয়াজ শ্রবণ করার একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে সেটার চেয়ে অধিক গতির আওয়াজ পর্দার সাথে ধাক্কা খেতে থাকে তো পর্দা নষ্ট হয়ে যায়। একইভাবে প্রতিটা ঘরে গান-বাজনা বাজতে থাকে এবং এসব শোনাও গুনাহ এবং গুনাহের প্রভাব স্বাস্থ্যের উপর এসে পড়ে থাকে। কুদৃষ্টি ও উকি মেরে দেখার কারণে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং গান - বাজনা শোনার কারণে শ্রবণশক্তির উপর প্রভাব পড়ে।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৮৫)

মনে রাখবেন! যেখানে দুনিয়াতে কুদৃষ্টির কারণে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যায় সেখানে মরার পর এই অপরাধের কারণে চোখের মধ্যে পেরেক ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। **(মু'জামু কবীর, ৮/১৫৬, হাদিস: ৭৬৬৬)** এক রেওয়ায়েতে এটাও রয়েছে, যে ব্যক্তি নিজের চোখকে হারাম দ্বারা পূর্ণ করে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার চোখের মধ্যে জাহান্নামের আগুন ভরে দিবেন। **(মুকাশিফাতুল কুলুব, পৃ: ১০)** এইভাবে যেই লোক গান-বাজনা শুনে তার কানে পেরেক ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। **(মু'জামু কবীর, ৮/১৫৬, হাদিস: ৭৬৬৬)** একটু ভেবে দেখুন! আজ যদি আমাদের কানে সামান্য একটি দানা আটকে যায় তবে আমরা সেটা সহ্য করতে পারি না, কিয়ামতের দিন যদি কানের মধ্যে পেরেক ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তবে সেটা কিভাবে সহ্য করব?

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা সূরা আদিয়াতের কয়েকটি আয়াতে মুবারকার কিছু ব্যাখ্যা শুনেছেন আরও কিছু আয়াতে মুবারকা শ্রবণ করুন, যেমন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اَفَلَا یَعۡلَمُ اِذَا بُعۡثِرَ مَا فِی الۡقُبُوۡرِ ﴿۹﴾ وَ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُوۡرِ ﴿۱۰﴾ اِنَّ رَبَّهُمۡ بِهِمۡ یَوۡمَئِذٍ لَّخَبِیۡرٌ ﴿۱۱﴾

(পারা: ৩০ম, সূরা আদিয়াত, আয়াত: ৯-১১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তবে কি সে জানে না ওই সময়ের কথা যখন উত্থিত হবে যারা কবরসমূহে রয়েছে, এবং প্রকাশ করে দেওয়া হবে যা অন্তরসমূহে রয়েছে? নিশ্চয় তাদের প্রতিপালক ঐ দিন তাদের সব খবর সম্পর্কে অবহিত।

হে আশিকানে রাসূল! নিজের প্রতিদিনের আমলসমূহ উত্তম বানানোর জন্য নিজের জীবনের হিসাব করুন যেমন দুনিয়াতে বেশি থেকে বেশি ষাট বছর থাকবেন। এখন এটা দেখে নিন যে, সাধারণত আরামের সময় প্রায় দিনে আট ঘন্টা, যদি প্রতিদিন আট ঘন্টা ঘুমের হিসাব লাগানো হয় তবে ষাট বছরের মধ্যে বিশ বছর ঘুমের মধ্যে কেটে যাবে আর বাকি চল্লিশ বছর অন্যান্য কাজের জন্য রয়ে যাবে। এখন ভেবে দেখুন! এই চল্লিশ বছরে আমরা কী করব? এই ব্যাপারেও ভেবে দেখুন যে আমাদেরকে কবরে কতদিন থাকতে হবে? এটারও হিসাব করুন। এইভাবে ওইসব লোকদের ব্যাপারে ভেবে দেখুন, যারা হাজার বছর ধরে কবরে রয়েছে এবং তাদের মধ্যে কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসে নাই। এখন নিজের এই মানসিকতা তৈরি করুন যে, একদিন আমাদেরও মৃত্যু আসবে এবং আমাদেরকেও কত দীর্ঘ সময় ধরে কবরে থাকতে হবে সেটার কোন সঠিক জ্ঞান নেই। এবং আমাদেরকেও ওই কাফন পরিধান করানো হবে যেটা ফুতপাতে পড়ে থাকা ব্যক্তিকে পরিধান করানো হয়ে থাকে। যেই সম্পদ আমরা উপার্জন করেছি আর যেটা অর্জন

www.dawateislami.net

করার ক্ষেত্রে আমরা অনেক পরিশ্রম করেছি সেগুলো আমাদের সন্তানদের জন্য রেখে যেতে হবে এবং আমাদের কারো নাম - নিশানা থাকবে না।

মানুষের তিনটি সম্পদ

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের সম্পদ হলো তা-ই যা আমরা খেয়েছি, পরিধান করেছি অতঃপর আল্লাহ পাকের রাস্তায় খরচ করেছি যেমন হাদিসে পাকে রয়েছে: মানুষ বলে যে, আমার মাল, আমার সম্পদ, তার তো তিনটি সম্পদ রয়েছে, প্রথম সম্পদ সে খেয়ে হজম করে নিয়েছে, দ্বিতীয় মাল সে পরিধান করে পুরাতন করে নিয়েছে, তৃতীয় মাল আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে আগে পাঠিয়ে দিয়েছে। (মুসলিম, পৃ: ১২১০, হাদিস: ৭৪২২) এই তিন প্রকারের সম্পদ হলো মানুষের নিজের বাকি যেই সম্পদ তার ওয়ারিশদের যারা তার সম্পদ দিয়ে বিলাসিতা করবে।

হায়! আমরা আমাদের সন্তানদের কুরআনে পাকের শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে দ্বীনের মুবাল্লিগ ও নামাযী বানিয়ে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারতাম যাতে আমাদের সন্তানরা আমাদের জন্য দোয়া করে এবং ঈছালে সাওয়াবের ব্যবস্থা করে। মনে রাখবেন! যে ব্যক্তি নেককার সন্তান রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয় তার সন্তানরা তার জন্য সাওয়াবে জারীয়ার কারণ হয়ে যায় কিন্তু আজকাল নেককার সন্তান রেখে কে যায়? আর নিজের সন্তানদেরকে নেককার বানানোর চেষ্টা কে করে?

আজ তো সন্তানের অধিকারী হওয়ার দোয়া সকলে করে থাকে এবং সেটার জন্য তাবীযও নিয়ে থাকে কিন্তু নেককার সন্তানের জন্য দোয়া করে না। যেমনিভাবে মানুষ শুধুমাত্র রোজগারহীনতা দূরীভূত হওয়ার এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হওয়ার দোয়া করে সেভাবে হালাল রুজির জন্য কেউ

www.dawateislami.net

দোয়া করে না। শয়তান মুখে তিক্ত লাগাম লাগিয়ে দিয়েছে, বিবেকে তালা লাগিয়ে দিয়েছে, এটা কারো চিন্তা নেই যে, হালাল রুজির জন্য দোয়া করব। মনে রাখবেন! যখন রুজির জন্য দোয়া করবেন হালাল রিযিকের দোয়া করবেন আর যখনই সন্তান চাইবেন নেককার সন্তানের প্রার্থনা করবেন। দূর্ভাগ্যক্রমে আজকাল সন্তান নেককার হওয়ার চিন্তাধারা অনেক কম লোকেরই হয়ে থাকে, সাধারণত মা-বাবার এটাই মনোভাব হয়ে থাকে যে, এমন সন্তান হোক যারা দুনিয়াবী মাল ও দৌলত অর্জন করবে এবং আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলবে।

যদি সন্তানেরা স্বয়ং নিজে থেকে নেককার হওয়ার চেষ্টা করে তাহলে কিয়ামত কায়েম হয়ে যায়, মা-বাবার টেনশন হয় যে, আমার ছেলে মৌলবী হয়ে যাচ্ছে না তো কারণ সে আমাদের কাছে এসে এই আবেদন শুরু করবে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ুন এবং ফজরের নামায আদায় করার জন্য উঠুন ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা বলি আপনাদের বাচ্চাকে দাওয়াতে ইসলামী ইজতিমায় পাঠিয়ে দিন আমরা তাদেরকে নেককার বানিয়ে দিব, কিন্তু মানুষ বলে না জনাব! আমরা আমাদের সন্তানদের মাওলানা বানাবো না। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, আপনি কোন কালেমা পড়েন তখন বলবে: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ اللّٰه, তাদেরকে বলা হলে আপনারা আর আমরা যার কালেমা পড়ে থাকি আমরা দাওয়াতে ইসলামী ওয়ালারা আপনাদের সন্তানদের তাঁরই সুন্নাত শিখাবো। কিন্তু মানুষ জানে যে, এরা আমাদের সন্তানদের বলবে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মতো পড়ো ফজর নামাযের জন্য ঘুম থেকে উঠিও। অথচ আমাদের বাচ্চারা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজে থাকে এরপর সকালে ভোরে উঠলে ঘুম পরিপূর্ণ হবে না, অসুস্থ হয়ে

www.dawateislami.net

যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি। না! না! আমরা তাদেরকে আমাদের বাচ্চাদের দিব না আর আমরা এদেরকে ফজরে উঠতে দিব না। আমাদের সমাজে অনেক লোক এমনও রয়েছে যে, যারা তাদের সন্তানদের দ্বীনের উপর আমল করা থেকে বাধা প্রদান করে এবং প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত দাড়ি শরীফ রাখতে দেয় না এবং দাড়ি রাখলে বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দিয়ে থাকে। আফসোস! আজ সুন্নাতের উপর চলা মযলুম তথা অত্যাচারের শিকার হয়ে যায়!

اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے
جن کا تو چاند تھا افسوس وہ ہالے نہ رہے

ইসলাম তেরে চাহনে ওয়ালে না রেহে
জিন কা তু চান্দ থা আফসোস ওহ হালে না রেহে

কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক হুকুম দিবেন জান্নাতী ও জাহান্নামীদেরকে আলাদা করা হোক তখন আরজ করা হবে হে আল্লাহ কয়জনকে আলাদা করব? আল্লাহ পাক বলবেন: এক হাজারের মধ্যে নয়শত নিরাব্বইজন জাহান্নামীকে বের করে দাও। (তিরমিযী, ৫/১১৩, ১১৪, হাদিস: ৩১৭৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ মুসলমানরা দ্বীন থেকে কত দূরে হয়ে গিয়েছে, কী পরিমাণ দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, বান্দা নামায পড়ে না, দাড়ি রাখে না, মিথ্যা বলে, ঘুষ নেয়, সবকিছু করে তারপরও হাসিখুশি রয়েছে আর নিজেকে ভালো মনে করছে। আফসোস! আজ মা-বাবারা নিজেদের সন্তানদেরকে সিনেমা-নাটক এবং অন্যান্য গুনাহের মধ্যে লিপ্ত দেখে কিন্তু তাদেরকে নিষেধ করে না, এমন লোকদের ভয় করা উচিত যে,

নিজেদের সন্তানদেরকে মন্দ বিষয়াদি থেকে বাধা প্রদান না করার কারণে যদি আল্লাহ পাক নারাজ হয়ে যায় তবে সেটার পাকড়াও অনেক কঠিন হবে, এই বিষয়ে একটি শিক্ষনীয় ঘটনা উপস্থাপন করছি:

ছেলেকে নম্রতার সাথে বোঝানোর কারণে পাকড়াও

বনী ইসরাঈলের এক আলিম সাহেব ওয়াজ করছিলেন, তাঁর ছেলে ওই মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, সে একটি মেয়েকে দেখলেন তো ওই আলিম বললেন: "হে আমার পুত্র ধৈর্য ধরো।" এটা বলার দেরী ছিল সেই আলিম সাহেব হঠাৎ মিম্বর থেকে নেমে গেলন এবং তাঁর হাড়গুলো বিভিন্ন জায়গায় ভেঙ্গে গেল এবং অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল, নিজের ছেলেকে গুনাহের কাজে এতটুকু সাবধানতাই কি যথেষ্ট ছিল? তুমি তাকে কঠোরতার সাথে কেন বাধা প্রদান করো নাই? মনে রেখো! তোমার বংশ দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত কোন সিদ্দিক জন্ম নিবে না। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৪২২, হাদিস: ২৮২৩) (ইহইয়াউল উলুম, ২/৩৮৩) আফসোস! আজকাল সন্তানদের সাথে বসিয়ে গুনাহ করা হয়ে থাকে বাবা তার যুবক সন্তানদের সাথে নিয়ে সিনেমা দেখিয়ে থাকে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন! ওই যুবক যে শুধুমাত্র একজন মহিলাকে দেখেছে, যদিওবা তার পিতা তাকে নিষেধ করেছে কিন্তু যেভাবে নিষেধ করা দরকার ছিল সেভাবে করেনি সুতরাং তার উপর এই আযাব নাযিল হলো যে, কিয়ামত পর্যন্ত তার বংশ দিয়ে কোন সিদ্দিক জন্ম নিবে না। একটু ভেবে দেখুন! ওই বাবার হাশর কেমন হবে যে তার বাচ্চাদেরকে সিনেমা-নাটক দেখায়? আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর কহর ও গযব থেকে হেফাযত করুক।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখনো সময় আছে, এখনও মৃত্যু আসেনি, গুনাহসমূহ থেকে তাওবা করে নিন এবং কল্পনার মধ্যে আখিরাতের ব্যাপারে এইভাবে চিন্তা করুন যেমন, আমার বয়স ৩৬, ৩৭ বছর হয়ে গেছে, অর্থাৎ জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, মৃত্যু আমার মাথার উপর রয়েছে, অচিরেই আমাকে কাফন পরিধান করানো হবে, কাঁধের উপর উঠিয়ে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হবে, অন্ধকার কবরে দাফন করা হবে আর জানি না যে, এরপর কবরে কেউ দেখতে আসবে নাকি আসবে না? যদি জীবনে কোন আঘাত আসে তবে অনেক লোক হতাশ হয়ে যায়। এমনকি জানাযায়ও অংশগ্রহণ করে কিন্তু কিছুদিন পর সবকিছু ভুলে যায়।

عمر بھر کون کسے یاد کرتا ہے
وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں

ওমর ভর কওন কিসসে ইয়াদ করতা হ্যা
ওয়াক্ত কে সাথ খেয়ালাত বদল জাতে হ্যা

আহ! এরপর কবরে হাজার হাজার বছর থাকতে হবে এবং কিয়ামতের একদিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। (তাফসীরে দুররে মানছুর, পারা: ২৯. সূরা মাআরিফ, আয়াতের পাদটীকা: ৪, ৮/২৭৯) মনে রাখবেন! কবরের প্রস্তুতি এই দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় করতে হবে। সুতরাং কুরআনে পাকের এই আয়াতে মুবারকাকে পথপ্রদর্শক বানিয়ে নিন اِنْ شَآءَ الله দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টিকে সজ্জিত হয়ে যাবে, যেমনটি আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন:

www.dawateislami.net

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ
(পারা: ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত: ১৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ এর নিকট তোমাদের মধ্যে অধিক সম্মানিত সে-ই, যে তোমাদের মধ্যে অধিক খোদাভীরু।

এখানে কে কোন ভাষী কোন বংশের সেটার কোন মূল্যায়ন নেই, যে খোদাভীরু সে-ই হলো আল্লাহ পাকের দরবারে উত্তম ও সম্মানিত।

হে আল্লাহ পাক! আমাদের উপর দয়া করুন যেন আমরা আমাদের গুনাহসমূহের বদ অভ্যাস থেকে বের হয়ে আসতে পারি এবং আমরা তোমার কৃতজ্ঞতা আদায়কারী বান্দা হতে পারি। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সূচিপত্র

দোয়ায়ে আত্তার: ১
দরুদ শরীফের ফযিলত ১
অদ্ভুত পরীক্ষা ২
কৃতজ্ঞ বান্দা খুব কম ৭
ধৈর্য প্রথম ধাক্কার উপরই হয়ে থাকে ৮
ধৈর্যের ফযিলত ৯
ধৈর্যধারণকারী ও কৃতজ্ঞতা আদায়কারী অনেক কম ৯
বুযুর্গানে দ্বীন মুসিবতের কথা গোপন রাখতেন ১০
মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ ১০
নিজে অকৃতজ্ঞ হওয়ার উপর নিজেই সাক্ষী ১২
সম্পদের প্রতি তীব্র ভালোবাসা ১৩
সম্পদ অর্জনে ধর্ম বিপন্ন ১৪
মানুষের তিনটি সম্পদ ১৭
ছেলেকে নম্রতার সাথে বোঝানোর কারণে পাকড়াও ২০

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

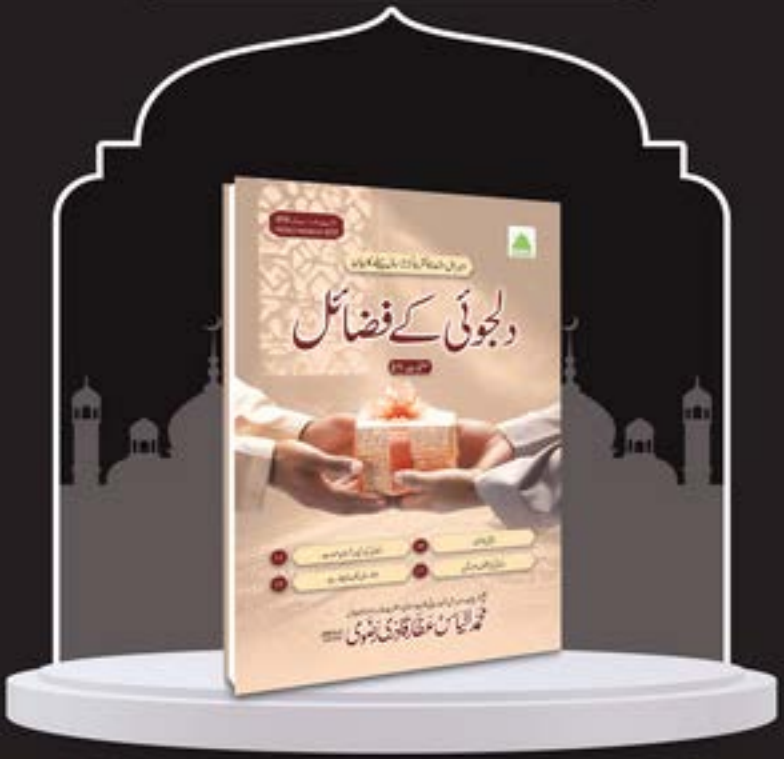

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net